দৈনিক বাংলা

তারিখ 11 MAR 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

001

পরীক্ষায় নকল

চলতি এসএসসি পরীক্ষায় কোন কোন কেন্দ্রে ব্যাপক নকল চলার খবর পাওয়া গেছে। নকলকে কেন্দ্র করে কোথাও কোথাও হাঙ্গামা-হুজ্জতও হয়েছে। গোটা ব্যাপারটাই অপ্রীতিকর ও অবাঞ্ছিত। পরীক্ষায় নকল করা নিঃসন্দেহে একটি অপরাধ। তবে তার চেয়েও বড় অপরাধ নকল করার অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা দাবী এবং এই ব্যাপার নিয়ে হাঙ্গামা-হুজ্জত বাধানো। পরিতাপের ব্যাপার একশ্রেণীর নকলকারী পরীক্ষার্থী ও নকলে সহায়তাকারী লোক প্রায় প্রতি বছরই প্রধানত এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার সময় তুলকালাম কান্ড বাধাচ্ছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এবারও এই কান্ড ঘটেছে।

সার্টিফিকেট নির্ভরতাই পরীক্ষায় নকল প্রবণতার প্রধান কারণ। শিক্ষা নয়, সার্টিফিকেটই আমাদের কাছে মূল্যবান। এসএসসি, এইচএসসি আমাদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। উচ্চশিক্ষা এবং নিম্নস্তরের চাকরির জন্য এই ধাপ পার হওয়ার সার্টিফিকেট খুবই দরকার। এজন্যই এই দুই পরীক্ষায় পাস করার জন্য এত হুড়োহুড়ি, এত চেষ্টা-তদবির এবং এত নকলের হিড়িক। একশ্রেণীর পরীক্ষার্থী নীতি-নৈতিকতা, বিবেকবোধ সবকিছু বিসর্জন দিয়ে নকল করার এবং নকলে সাহায্য করার জন্য সাধ্যমত সবরকম অপপ্রয়াস চালায়। একশ্রেণীর শিক্ষক আর শিক্ষা বোর্ডের লোকও এর সঙ্গে জড়িত থাকেন। কোন স্কুলে নকল করার কত সুযোগ সে ভিত্তিতেও অনেক স্কুল-কলেজ টিকে থাকে।

পরীক্ষায় নকল প্রবণতা নির্মূলের প্রয়োজনীয়তা সমাজে বহুদিন থেকেই তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। এই নিয়ে চিন্তা-ভাবনা, আলাপ-আলোচনা, সভা-সেমিনার ও সুপারিশ অনেক হয়েছে। কিন্তু সুফল কিছুই পাওয়া যায়নি। এর কারণও দুর্বোধ্য নয়। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা এবং মূল্যবোধের অবক্ষয়ই এর জন্য মূলত দায়ী। প্রচলিত শিক্ষা আর পরীক্ষা ব্যবস্থাও কম দায়ী নয়। নকল প্রবণতার অভিশাপ নির্মূল করতে হলে শিক্ষা সম্পর্কিত মূল্যবোধে সংশ্লিষ্ট সবাইকে যেমন উজ্জীবিত করতে হবে, তেমনি সংস্কার করতে হবে কিতাবী ও মুখস্থ নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা এবং বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতি। অধ্যয়ন-অধ্যাপনার আয়োজন, মেধার মূল্যায়ন, সার্টিফিকেট প্রদান ইত্যাদি সবকিছুই আধুনিক, বাস্তবভিত্তিক ও উন্নত দেশগুলির ব্যবস্থার অনুরূপ হতে হবে। শিক্ষার যথোপযুক্ত সংস্কার না করে নকল বন্ধের প্রত্যাশা দুরাশাই থেকে যাবে।